



৩৬
57

গোপালগঞ্জ শেখ হাসিনা বলেছেন :

মুখচেনা মহল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।
আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ
হাসিনা বলেছেন, দেশের একটি মহল
সরকারের মনদ পুষ্ট হয়ে ছাত্র সমাজের

গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রে
লিপ্ত রয়েছে। চলমান গণতান্ত্রিক
আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য এ
ও-এর পাতায় দেখুন

মুখচেনা মহল শিক্ষাঙ্গনে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুখচেনা মহল দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে
একের পর এক সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে।

তিনি গতকাল রোববার সকালে
গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সরকারী কলেজ
ছাত্র সংসদে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা
দিচ্ছিলেন। এতে বক্তৃতা করেন শেখ
আব্দুল্লাহ, কাজী আব্দুর রশিদ, সারোয়ার
হোসেন সানু। শেখ হাসিনা কলেজে এসে
শৌচুলে কলেজের শিক্ষক ও ছাত্ররা
তাকে সংবর্ধনা জানায়। তিনি কলেজের
বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শিক্ষকের সাথে
মতবিনিময় করেন।

শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষা ও
সন্ত্রাস এক সাথে চলতে পারে না। যারা
শিক্ষাঙ্গনের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করার
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদেরকে এক্যবদ্ধভাবে
রুখতে হবে। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ
ফিরিয়ে আনার আহবান জানিয়ে তিনি
বলেন, ছাত্ররা হলো সমাজের অগ্রগতির
পথিকৃৎ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র
সমাজের ভূমিকা অবিস্মরণীয়।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫ সালে
বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে
ছাত্রদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত
করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষের
মৌলিক অধিকার শিক্ষাকে ছিনিয়ে নেয়ার
চেষ্টা করা হচ্ছে। অথচ বঙ্গবন্ধু সরকার
শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ডঃ
কুদরতে খুদার শিক্ষা নীতি বাস্তবায়ন
করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেন,

স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের অস্ত্র-
বিকাশের পথে প্রধানতম অন্তরায় হলো
অগণতান্ত্রিক শাসন। জনগণের সরকার
প্রতিষ্ঠা করার কথা উল্লেখ করে তিনি
বলেন, জনগণের সরকারের কোন বিকল্প
নেই। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারই
সঠিক গণতন্ত্রের কথা বলতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, পৃথিবীর কোন
দেশে জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে
কেউ কোন দিন ক্ষমতায় থাকতে
পারেনি, আমাদের সরকারও পারবে না।
সকল ধরনের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করে
বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদের মাধ্যমে
জনগণ অবশ্যই একদিন গণতন্ত্র ফিরিয়ে
আনবে।

তিনি বলেন, দেশের জনগণের সার্বিক
মুক্তির লক্ষ্যে আমরা ৭ দফা কর্মসূচী
ঘোষণা করেছি। এতে সকল শ্রেণী ও
পেশার দাবীকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।